GOVT. GENERAL DEGREE COLLEGE SALBONI

DEPARTMENT OF SANSKRIT

STUDY MATERIAL FOR BACHELOR OF ARTS (HONOURS)

MAJOR IN SANSKRIT (under CCFUP, 2023) Course- Major I/ Minor Disc. I

Critical Survey of Sanskrit Literature (Vedic Literature)

Prepared by

UJJAL KARMAKAR
ASSISTANT PROFESSOR
DEPT. OF SANSKRIT, GGDC SALBONI

GGDC SALBONI

বৈদিকযজ্ঞের স্বরূপ –

দেবতার উদ্দেশ্যে দ্রব্য ত্যাগকে যজ্ঞ বলা হয়।

শ্রৌতসূত্রকার কাত্যায়নের মতে যজ্ঞের লক্ষণ – "দ্রব্যং দেবতা ত্যাগঃ" (দ্রব্য – দধি, সোম, ব্রীহি, যব ইত্যাদি। দেবতা – অগ্নি, ইন্দ্র, বরুণ প্রমুখ, ত্যাগ – স্বত্ব নিবৃত্তি অনুকূল ব্যাপার)।

সহজ কথায় –দেবতাদের প্রসন্নতা বিধানের মাধ্যমে নিজের কামনা পূর্তির নিমিত্তে; তাঁদের উদ্দেশ্যে প্রিয় খাদ্য ও পেয় পদার্থ সমূহের বিধিপূর্বক অগ্নিতে আহুতি দানই যজ্ঞ।

যাগ এবং হোমের মধ্যে পার্থক্য

কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্র অনুসারে দাঁড়িয়ে যাজ্যা ও পুরোऽনুবাক্যা পাঠের অনন্তর বষট্কারের উচ্চারণে যে অনুষ্ঠানে আহুতি দেওয়া হয় তা যাগ – তিষ্ঠদ্ধোমা বষট্কারপ্রদানা যাজ্যাপুরোऽনুবাক্যাবন্তো যজতয়ঃ।

পক্ষান্তরে – বসে, যাজ্যা ও পুরোऽনুবাক্যা মন্ত্র ছাড়া স্বাহাকার উচ্চারণে যে অনুষ্ঠানে আহুতি দেওয়া হয় তা হোম – উপবিষ্টহোমাঃ স্বাহাকারপ্রদানা জুহোতয়ঃ।

যজ্ঞের প্রকার ভেদ –

সাধারণভাবে বলা যায় বৈদিকযাগ দুই প্রকার- শ্রৌতযাগ এবং গৃহ্যযাগ। শ্রুতিতে বা বেদে যে যাগের সাক্ষাৎ বিধান আছে এবং যাদের অনুষ্ঠান তিন প্রকার শ্রৌতাগ্নিতে বিধেয় ছিল সেগুলি শ্রৌতযাগ। পক্ষান্তরে সাক্ষাৎ ভাবে যে অনুষ্ঠানগুলির বিধান বেদে নেই এবং একমাত্র গার্হপত্য অগ্নি কুণ্ডে যাদের অনুষ্ঠান হতো সেগুলি গৃহ্যযাগ।

শ্রৌতযাগ বা যজ্ঞ পাঁচ প্রকারের, যথা- ইষ্টি, পশু, সোম, সত্র এবং হোম। এই প্রকারভেদ মূলতঃ আহুতির দ্রব্য এবং অনুষ্ঠানের বিশেষত্বের উপর নির্ভর করে হয়েছে। ইষ্টিযাগের মুখ্য আহুতির দ্রব্য হল – কৃষিজ শস্য হতে নির্মিত চরু, পুরোডাশ, ধানা ইত্যাদি। পশুযাগের মুখ্য আহুতির দ্রব্য হল পশুর বপা বা মেদ। সোমযাগের

সোমলতার রস। হোমের দুগ্ধ, ঘৃত, আমিক্ষা বা ছানা। সত্রযাগ সংবৎসর সাধ্য (অর্থাৎ এক বছর যাবৎ অনুষ্ঠেয় ছিল), পূর্বে উল্লিখিত সমস্ত যাগেরই ক্রমান্বয়ে এখানে অনুষ্ঠান হত। তাই সবধরণের হবির্দ্রব্যেরই আহুতির বিধান ছিল এই যাগে।

স্বরূপভেদে শ্রৌতযাগ আবার দুই প্রকারের, যথা- প্রকৃতিযাগ এবং বিকৃতিযাগ। প্রকৃতিযাগ হল মডেল যাগ। এই যাগের অনুষ্ঠান প্রণালীর পুঙ্খানুপুঙ্খ নির্দেশ আমরা শ্রৌতসূত্রে এবং ব্রাহ্মণগ্রন্থে পেয়ে থাকি। পক্ষান্তরে এই মডেল বা প্রকৃতি যাগকে অনুসরণ করে যাদের অনুষ্ঠান করা হতো সেগুলিকে বিকৃতি যাগ বলা হয়। উপরি উক্ত পাঁচ প্রকার শ্রৌতযাগের প্রকৃতি যাগ যথা - ইষ্টির – দর্শপূর্ণমাস। পশুযাগের – দৈক্ষ বা প্রাজাপত্যপশুযাগ । সোমের –অগ্নিষ্টোম বা জ্যোতিষ্টোম। সত্রের – গবাময়ন। হোমের – অগ্নিহোত্র।

- দর্শপূর্ণমাসের আদলে অনুষ্ঠেয় কয়েকটি বিকৃতি যাগ – পুত্রেষ্টি, কারীরি ইষ্টি , চাতুর্মাস্য, আগ্রায়ণ, সৌত্রামণী ইত্যাদি।
- সোমযাগের সাতটি সংস্থা বা প্রভেদ ছিল, সেগুলি যথা – অগ্নিষ্টোম, উক্থ্য, ষোড়শী, অতিরাত্র, অত্যগ্নিষ্টোম, আপ্তোর্যাম এবং বাজপেয়।
- অনুষ্ঠান দিনের নিরিখে এই যাগ আবার তিন প্রকারের – একদিন সাধ্য যজ্ঞের নাম – একাহ। একদিন হতে বার-দিনের কম সময়ে নিষ্পাদ্য যজ্ঞ হল অহীন। আর বারদিন হতে অধিক কাল (এমন কি সংবৎসর) ব্যাপি অনুষ্ঠিত যজ্ঞ হল সত্র।
- নিত্য,কাম্য, নৈমিত্তিক এবং প্রায়শ্চিত্ত ভেদেও বৈদিক কর্মের চারটি প্রভেদ পাওয়া যায়।
- যে সকল যজ্ঞের অনুষ্ঠান কোন ফলের আশা ব্যতিরেকেই অবশ্য কর্তব্য ছিল তারা নিত্য কর্ম। যেমন অগ্নিহোত্র যাগ, (এর অনুষ্ঠানে কোন ফল নেই, কিন্তু অকরণে প্রত্যাবায় বা পাপ অনিবার্য)। শতপথ ব্রাহ্মণে অগ্নিহোত্রকে জরামর্য সত্র বলা হয়েছে। কারণ জরা বা মৃত্যু ব্যতিরেকে এর অনুষ্ঠান হতে অব্যহতি ছিল না।
- কোন কিছুর কামান করে যে যজ্ঞ সকলের অনুষ্ঠান করা হতো, তাদের কাম্য কর্ম বলা হয়। যেমন- পুত্র লাভেচ্ছায় পুত্রেষ্টির অনুষ্ঠান। বৃষ্টি লাভেচ্ছায় কারীরি ইষ্টি। সম্রাট্ পদলাভেচ্ছায় বাজপেয় যাগ ইত্যাদি।

যজ্ঞের ঋত্বিক্

বৈদিক যজ্ঞে মুখ্য চারজন ঋত্বিকের প্রয়োজন পড়তো। ঋগ্বেদীয় ঋত্বিক্ হোতা শস্ত্র পাঠ করে যজ্ঞভূমিতে দেবতাদের আবাহন করতেন। সামবেদীয় ঋত্বিক্ উদ্গাতা স্তোত্রপাঠ করে আহূত দেবতাদের স্তুতি করতেন। যজুর্বেদীয় ঋত্বিক্ অধ্বর্যু দেবতাদের উদ্দেশ্যে যাবতীয় হবির্দান করতেন। আর চতুর্বেদবিদ্ ব্রহ্মা যাবতীয়

GDC SALBONI

কর্মের পর্যবেক্ষণ করতেন এবং কর্মে ভুল ত্রুটি হলে প্রয়চিত্তের বিধান দিতেন। এই চারজন ঋত্বিকের আবার তিনজন করে সহায়ক লাগতো কোন কোন যজ্ঞে। মুখ্য চার ঋত্বিকের সাহয়কদের নাম যথা-

- হোতার – মৈত্রাবরুণ, অচ্ছাবাক্, গ্রাবস্তু।
- উদ্গাতার – প্রস্তোতা, প্রতিহর্ত্তা, সুব্রহ্মণ্য।
- অধ্বর্যুর – প্রতিপ্রস্থাতা, নেষ্টা, উন্নেতা।
- ব্রহ্মার – ব্রাহ্মণাচ্ছাংসী, অগ্নীধ্র, পোতা।

মুখ্য চারজন এবং সহকারী বারজন অর্থাৎ এই ষোলজন ঋত্বিকের প্রয়োজন পড়তো সোমযাগে। এছাড়াও নিরূঢ়পশুবন্ধ যাগে শমিতা নামের একজন ঋত্বিকের প্রয়োজন হতো পশু সংজ্ঞপন বা বধের জন্য। ঋগ্বেদীয় কৌষীতকি ব্রাহ্মণ মতে পূর্বোক্ত ষোলজন ছাড়াও সদস্য নামের আর এক ঋত্বিকের প্রয়োজন হতো কোন কোন যাগে।

শ্রৌত-যজ্ঞের অগ্নি-

বৈদিক সকল যজ্ঞই অগ্নির মুখাপেক্ষী। ব্রাহ্মণগ্রন্থানুসারে অগ্নি দেবতাদের মুখতুল্য (অগ্নির্বৈ মুখং দেবানাম্), অর্থাৎ দেবতারা অগ্নির মাধ্যমে তাঁদের হবির্ভাগ গ্রহণ করেন। অগ্নিই দেবতাদের পুরোহিত। তাই যজ্ঞের প্রারম্ভে অগ্নির আধান করতে হতো ত্রৈবর্ণিককে (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যকে। শাস্ত্রে ব্রাহ্মণের বসন্তে, গ্রীষ্মে ক্ষত্রিয়ের এবং বর্ষাতে বৈশ্যের অগ্ন্যাধান নির্দেশিত হয়েছে)। যজ্ঞের বেদিতে অগ্নি প্রজ্বলন কর্মকে আধান বলা হয়। যজ্ঞবেদির তিন দিকে তিনটি কুণ্ড স্থাপন করে সেখানে অগ্নি প্রজ্বলন করা হতো। যজ্ঞবেদীর যথাক্রমে পূর্বভাগে থাকত আহবনীয় কুণ্ড, দক্ষিণে থাকত দক্ষিণাগ্নি কুণ্ড, আর পশ্চিমে গার্হপত্য কুণ্ড। দেবতাদের আবাহন করে পূর্বদিকভাগের কুণ্ডে আহুতি দেওয়া হতো বলে এই কুণ্ডের নাম আহবনীয় কুণ্ড। স্বর্গত পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে দক্ষিণাগ্নিতে আহুতি দেওয়া বিধেয় ছিল। যজমানপত্নী কতৃক অনুষ্ঠেয় যাবতীয় হোমাদির অনুষ্ঠান হতো গার্হপত্য কুণ্ডে। এছাড়াও সোমযাগে ধিষ্ণ্য নামে কয়েকটি স্থণ্ডিলাকৃতির ছোট অগ্নিকুণ্ডেরও প্রয়োজন পড়তো।

কয়েকটি প্রধান বৈদিক যজ্ঞের কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলী

যজ্ঞের নাম	অধিকারী	অনুষ্ঠানের সময়	দ্রব্য ও দেবতা	অন্যান্য তথ্য
অগ্নিহোত্র	আহিতাগ্নি সস্ত্রীক ত্রৈবর্ণিক	সকাল এবং সন্ধ্যা	প্রাতঃকালে সূর্য। সন্ধ্যায় অগ্নি। দুগ্ধ মুখ্য হবির্দ্রব্য।	এটি নিত্য কর্ম। এর অপর নাম দর্বী-হোম। যজমান নিজেই এর অনুষ্ঠান করতে পারতেন।

GDC SALBONI

দর্শপূর্ণমাস	আহিতাগ্নি সস্ত্রীক ত্রৈবর্ণিক	অমাবস্যা এবং পূর্ণিমা তিথিতে।	পৌর্ণমাসে – অগ্নি ও অগ্নীষোম প্রধান দেবতা। দর্শ বা অমাবস্যায – অগ্নি ও ইন্দ্রাগ্নী (সন্নয়তদের ক্ষেত্রে ইন্দ্রাগ্নী স্থানে ইন্দ্র বা মহেন্দ্র), পুরোডাশ ও ঘৃত মুখ্য দ্রব্য	হোতা, অধ্বর্যু, ব্রহ্মা ও অগ্নীধ্র এই চার ঋত্বিকের প্রয়োজন হতো। শ.ব্রা. –এ একে সকল যাগের প্রকৃতি বলা হয়েছে
চাতুর্মাস্য	ঐ	চারমাস অন্তর চারটি পর্বে অনুষ্ঠিত হতো। চারটি পর্ব – বৈশ্বদেব(ফাল্গুনী পূর্ণিমা) বরুণপ্রঘাস (আষাঢ়ী পূর্ণিমা) সাকমেধ (কার্ত্তিকী পূর্ণিমা) শুনাসীরীয় (ফাল্গুনী পূর্ণিমা)।	১ম পর্বের- অগ্নি, সোম, সবিতা, সরস্বতী, পূষন্, মরুৎগণ, বিশ্বেদেবা। ২য়ে- বিশ্বেদেবা, অগ্নি, ইন্দ্র, প্রজাপতি। ৩য়ে –অনীকবান্ অগ্নি, সান্তাপন মরুৎ। ৪র্থে- বায়ু, সূর্য (দ্রব্য- পুরোডাশ,ঘৃত, চরু, আমিক্ষা, যবাগূ।)	শতপথ ব্রাহ্মণ অনুসারে – শুন শব্দের অর্থ সমৃদ্ধি এবং সির পদের অর্থ সার। অর্থাৎ এর অনুষ্ঠানে যজমানে যুগপৎ সমৃদ্ধি ও সারবস্তু লব্ধ হয়।
সোমযাগ (একাহ জ্যোতিষ্টোম)	ঐ	বসন্ত ঋতুতে	পথ্যাস্বস্তি, অগ্নি, সোম, সবিতা, অদিতি প্রমুখ। মুখ্য দ্রব্য- সোম লতার রস। এছাড়াও আজ্য(গলিত ঘৃত), পশুমাংস প্রভৃতিরও আহুতি দেওয়া হতো।	জ্যোতিষ্টোম বা অগ্নিষ্টোমে বারটি স্তোত্র গাইতেন উদ্গাতা এবং তার সহকারীরা। অন্তিম স্তোত্রের নামানুসারে একে অগ্নিষ্টোম বলা হয়। সোমের অভাবে পূতিকার দ্বারাও এই যাগের বিধান আছে।
গবাময়ন	ঐ	৩৬১ দিন সময় লাগে এর অনুষ্ঠানে। দুই পর্বে ১৮০ দিন করে এর অনুষ্ঠান হয়। মাঝখানের দিনটিকে বিষুব দিন বলে।	বহুপ্রকার যাগের সমষ্টি গত অনুষ্ঠান হয় এখানে। মুখ্য অনুষ্ঠান বিভিন্ন প্রকারের সোম যাগ।	সোমযাগের ন্যায় এখানেও ষোলজন ঋত্বিকের প্রয়োজন হতো। এই যাগের অন্তিম দিনের ঠিক আগের দিন মহাব্রত

GDC SALBONI

				যাগের অনুষ্ঠান হতো। এইদিনে মনোরঞ্জনের জন্য গান-বাজনা করতেন ঋত্বিকরা।
অশ্বমেধ	অভিষিক্ত এবং সার্বভৌম রাজা(ক্ষত্রিয়) এর অনুষ্ঠানে অদিকারী.	সাধারণভাবে ফাল্গুন শুক্লা অষ্টমী বা নবমীতে এর অনুষ্ঠান হতো।	এটি একপ্রকারের সোমযাগ। দ্রব্যও দেবতা সোমযাগের তুল্য।	এই যাগে অভিমন্ত্রিত অশ্বকে ছেড়ে দেওয়া হতো। সেই অশ্ব যে দেশের উপর দিয়ে গমন করত, সেই দেশ যজ্ঞকারীর অধীনস্থ হতো।
পঞ্চমহা যজ্ঞ	প্রত্যেক গৃহস্থ	নিত্যকর্ম অর্থাৎ প্রত্যহ এর অনুষ্ঠান কর্তব্য ছিল।	এটি মূলতঃ পাঁচটি যজ্ঞের সমাহার, সেগুলি যথা- ভূতযজ্ঞ,মনুষ্যযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ এবং ব্রহ্মযজ্ঞ।	এদের অনুষ্ঠান বিধি এবং ফলাফল শতপথব্রাহ্মণে বর্ণিত হয়েছে।

GGDC SALBONI